দৈনিক ইত্তেফাক

MAY 0 4 2002

উখিয়া উপজেলা

শিক্ষা ব্যবস্থার করুণ হাল

উখিয়া (কক্সবাজার) থেকে সংবাদদাতা ॥ অনুন্নত, অবহেলিত, শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর উখিয়া উপজেলার সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে সংকটাপন্ন। অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক নেই, আসবাবপত্র অপ্রতুল, নলকূপের অভাবে পানির সংকট, পর্যাপ্ত খেলাধুলার মাঠ নেই। উপজেলার অনেক বিদ্যালয়ে বছরের ৪ মাস অতিবাহিত হতে চললেও নিয়মিত ক্লাস রুটিন প্রস্তুত করা হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষাঃ উখিয়া উপজেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪০টি, রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩০টি, তালিকাভুক্ত এবতেদায়ী মাদরাসা ৫টি, আনরেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫টি, কেজি স্কুল ৫টি, কমিউনিটি স্কুল ৫টিসহ মোট ৯০টি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এতগুলি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী হিসেব মতে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮ হাজার ৮০৫ জন। শিক্ষক রয়েছেন ৪১৫ জন। ৫টি ইউনিয়নের মধ্যে ২টি ইউনিয়নের ১৯টি বিদ্যালয় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় রয়েছে। এতগুলি বিদ্যালয় তদারকির দায়িত্বে আছেন মাত্র ২ জন সহকারী শিক্ষক কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার পদটি শূন্য প্রায় বছরাধিক। দুইজন এটিইও কর্মরত থাকলেও ১ জন ভারপ্রাপ্ত হিসাবে টিইওর দায়িত্ব পালন করছেন, অন্যজন হাঁপানি রোগী। ফলে মাঠ পর্যায়ের এতগুলি বিদ্যালয় তদারকি থেকে বাদ পড়ছে সব সময়। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকরা অফিসের সাথে দেন-দরবার করে পোষ্টিং নিয়ে ফাঁকি দিয়ে স্কুলে যায় না। ঐ সব স্কুলের শিক্ষকরা অফিস ঠিক রেখে মাসে ২/১ দিন গিয়ে হাজিরা খাতায় সই স্বাক্ষর করে বেতন ভাতা উত্তোলন করে থাকে। এ ধরনের স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীরা গিয়ে যথাসময়ে স্কুল খোলা না পেয়ে বা খোলা পেলেও শিক্ষক না পেয়ে হতাশ হয়ে বাড়ীতে ফিরে যায়। এতে এদের লেখাপড়ার প্রতি অবহেলা এসে যায় এবং এক পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী স্কুল গমন থেকে ঝরে পড়ে। এ ধরনের চিত্র ১ নং জালিয়া পালং ইউনিয়নের উপকূলীয় ও অন্য ইউনিয়নের প্রত্যন্ত এলাকাগুলোর। এ ধরনের স্কুলের সংখ্যা সরকারী/বেসরকারী মিলিয়ে ৪০টির মত। এই বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা কম হলেও অফিসের সাথে গোঁজামিল করে শিক্ষকের সংখ্যা অনেক, কারণ সেসব বিদ্যালয়গুলোতে ফাঁকি দিয়ে স্কুল না করলেও চলে। এখানে ভবন বা অবকাঠামোগত সমস্যা কম থাকলেও পর্যাপ্ত আসবাবপত্র, খেলাধুলার মাঠ ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের অভাব বিদ্যমান।

মাধ্যমিক স্তরঃ এখানে ১২টি মাধ্যমিক, ২টি বালিকা বিদ্যালয়, ৫টি দাখিল মাদরাসাসহ ১৯টি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সবগুলি বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত। সরকারি পরিচালিত কোন বিদ্যালয় বা মাদরাসা নেই। এসব মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির সময় খেলাধুলা, লাইব্রেরী, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য খাতে ফি নিলেও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত

মাঠ নেই, কোন প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরী নেই, নেই অন্যান্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা। মাসিক বেতন ও ভর্তি ফি'র ব্যাপারে কোন নিয়মনীতি নেই। একেক বিদ্যালয় একেক নিয়মে ফি আদায় করে থাকে। এসব বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক ও কমিটির সদস্যদের মধ্যে দলাদলি প্রায় সময় লেগেই থাকে। এসব বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান নিম্নমানের। বছরের প্রায় ৪ মাস অতিবাহিত হলেও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এখনও ক্লাস রুটিন প্রণয়ন হয়নি। সিলেবাসের সিকিভাগও পড়ানো হয়নি। অথচ ত্রৈমাসিক পরীক্ষা অতি নিকটে। বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মান খারাপ হলেও, শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশনিতে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করছে। ফলে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের চেয়ে প্রাইভেটে পাঠ দানে শিক্ষকরা বেশী আগ্রহী। এক হিসাব করে দেখা গেছে উখিয়ার মত দরিদ্র এলাকার শতকরা ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থীরা যেখানে নিয়মিত স্কুলের ফি জোগাড় করতে পারেনা এদের পক্ষে প্রাইভেট পড়া আকাশ কুসুম কল্পনা। ফলে স্কুলে লেখাপড়া না হওয়ায় এসব শিক্ষার্থীরা যথাযথ পাঠ্যসূচী আয়ত্ত করতে না পেরে নকলের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। দরিদ্র, অসচেতন, অশিক্ষিত অভিভাবক মহল, নকলের ছড়াছড়ি, পাস করে কোন কাজে লিপ্ত হতে না পেরে নিম্নমানের লেখাপড়ার কারণে হতাশ হয়ে পড়াখেলার প্রতি অন্য মনস্ক ভাব পোষণ করে নিজেদের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া করাতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

উখিয়া উপজেলায় উচ্চ মাধ্যমিক মহিলা কলেজ ১টি, সম পর্যায়ের মাদরাসা ১টি ও ডিগ্রী কলেজ ১টিসহ ৩টি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এতে মহিলা কলেজে কিছুটা নিয়ম মাফিক নিয়মিত লেখাপড়া হলেও অন্যগুলির লেখাপড়া সন্তোষজনক নয়। এসব প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানের মত তথৈবচ অবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বা শিক্ষার মূল ভিত্তিই নড় বড়ে। এখানে প্রাথমিক স্তরে লেখাপড়ার মান অত্যন্ত নিম্নমানের বলে মতপ্রকাশ করেন ইউএনও শংকর প্রসাদ দেব। এখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের আনুপাতিক হার ৭২ঃ১ জন। একমাত্র উপজেলা মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৭ শতাধিক ছাত্র/ছাত্রী থাকলে একটি শিফটে লেখাপড়া চলায় লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।